ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ

কাসেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড,
বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

দায়িত্বশীল ব্যাক্তি: বিভাগীয় প্রধান/মহাব্যবস্হাপক
অনুমোদনের তারিখ : ৮/১/২০২১
সর্বশেষ নবায়নের তারিখ : ৮/১/২০২১
বর্তমান ভার্সন কার্যকর তারিখ : ৮/১/২০২১

পরিবেশ নীতি ও পদ্ধতি
Environment Policy & Procedure

প্রারম্ভিকা-

ওয়েসিস ফ্যাশন লিমিটেড পরিবেশের প্রতি যত্ন এবং মর্যাদা প্রদর্শন করে ব্যবসা পরিচালনা করে। আমরা নৈতিক চাহিদা পূরণ এবং যথাযথ আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ব্যবসা পদ্ধতির উন্নয়ন করি। আমরা পরিবেশের উপর প্রক্রিয়াজাত করণের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকি এবং আমাদের কর্মকান্ডের কারণে পরিবেশের উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব দূরীকরণে নিম্নোক্ত বিষয়ে উদ্যোগ নিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উদ্দেশ্য ঃ

ওয়েসিস ফ্যাশন লিমিটেড পরিবেশ রক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তরে এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম বা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিশ্চিত করা এই নীতিমালার উদ্দেশ্য।

লক্ষ্য ঃ

ওয়েসিস ফ্যাশন লিমিটেড কর্তৃপক্ষ ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তরে পরিবেশ সহায়ক অবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল নীতি প্রয়োগে বদ্ধ পরিকর।

অঙ্গীকার ঃ

ওয়েসিস ফ্যাশন লিমিটেড এবং এর সকল কার্যক্রম নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

কোম্পানীর নীতি সমূহ (Company's Policyes:)

- আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা, কার্যসম্পাদনা, তত্ত্বাবধান এবং প্রতিনিয়ত উন্নয়ন করি।
- আমরা বর্জ্য নিষ্কাষনের ভাল পদ্ধতি অবলম্বন করি এবং পন্যের জন্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করি।
- মূল্যায়নের মাধ্যমে আভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক চাহিদা অনুযায়ী পূরন করা হয় কিনা তা যাচাই করি ।
- যে সকল কর্মীর মান এবং পরিবেশের উপর তাৎপর্যপূর্ন প্রভাব থাকে তাদের নীতিমালা বোঝা, কর্মসম্পাদন এবং মেনে চলার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষন প্রদান করি।
- আমাদের ব্যবসা সর্বসাধারন এবং ক্রেতার প্রত্যাশা অনুযায়ী সজ্জিত হওয়ার জন্য পরিবেশের ইস্যু সমূহের প্রভাব অনুশীলন করে পন্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াকার্য সম্পাদন করি।
- কমপ্লায়েন্সর নীতিমালা, মান, লক্ষ্য এবং পদ্ধতি পর্যবেক্ষন করি।
- নীতিমালা বিষয়ে আমাদের কর্মী এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ করি।
- প্রত্যেক কর্মী আমাদের নিয়মকানুনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে।

- তাদের কার্য্যক্রমে প্রযোজ্য পরিবেশগত বিধিসমূহ, নীতিসমূহ মানদণ্ডসমূহ মেনে চলবেন এবং যেখানেই তারা কাজ পরিচালনা করে সেখানকার পরিবেশগত সচেতনতামূলক বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবেন।
- পরিবেশের প্রতি শিল্পের ক্ষতিকর বর্জ্যপদার্থ নিস্কাশন প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রক নিশ্চিত করবেন।
- পরিবেশগত ক্ষতিকর বর্জ্যপদার্থের আকস্মিক নিস্কাশন অথবা নিক্ষেপ নিয়ন্ত্রনের জন্য একটি বিশদ পরিকল্পনা পরিচালনা করবেন।
- ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ কনজারভেটি E.C.A-১৯৯৫ , E.C.R-১৯৯৭ মেনে চলে।

কোম্পানীর পদ্ধতিসমূহ(Company’s Procedures)

১. আইন অনুযায়ী কার্যকর বিল্ডিং কাঠামো এবং ক্ষতিকর দ্রব্যাদি সংরক্ষন নীতি তৈরী এবং বাস্তবায়ন করা।

২. রাসানিক মজুদ নিয়ন্ত্রন বা হস্তান্তরে সম্পর্কে কর্মচারীদের ভাল অভিজ্ঞতা রয়েছে কিনা তা নিশ্চত করা।

৩. বর্জ্যের ধরনের ক্ষেত্রে বৈধ বিধি বিধান অনুযায়ী এগুলোকে সাপ্লায়রের কাছ ফেরত অথবা চুক্তিদ্ধ কোম্পানীর কাছে বিক্রি করতে হবে। জুট জাতীয় বর্জ্য জুট বয়লারে ইনসিনারেশন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বর্জ্যগুলোকে এমনভাবে মজুদ করাতে হবে যাতে করে এগুলো পরিবেশের ক্ষতি করতে না পারে। ফ্যাক্টরীর ভিতরে ওপেন বার্নিং সম্পূর্ন নিষিদ্ধ।

৪. পরিবেশ নীতিসমূহ যোগাযোগ, বিস্তার এবং দেখাশোনা করার জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করে তার ম্যাধ্যমে কোম্পানীর যাবতীয় নীতিসমূহের বাস্তবায়ন করা।

৫. ফ্যাক্টরীর পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিসমূহ সম্পর্কে সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তিসহ সকল সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও নথিপত্রকরণ (Responsible Person & Documentation):

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিসমূহ সকল কর্মীদের সাথে সহযোগীতা করেন। যন্ত্রপাতি পরিচালনা করা জন্য প্রবাহশীল পানি, নির্গমন, বর্জ্য ও প্রয়োজনীয় অনুমোদন বিষয় ডকুমেন্ট করেন। কাজে লাগানোর জন্য ব্যবহারশীল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও পানির মান সম্পর্কে অবশ্যই অনুমোদন উন্মোচন করেন এবং সকল নথিপত্র সংরক্ষণ করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দায়িত্ব সমূহ সঠিকভাবে বর্ণনা হবে। কে, কি, কেন, কিভাবে করবেন তাহা উল্লেখ করতে হবে।

নিম্নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দায়িত্বসমূহ পর্যালোচনা করা হলঃ-

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির দায়িত্ব

- পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পলিসি তৈরি এবং পরিবেশ ব্যবস্থপনা কমিটি গঠন করে টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- ফ্যাক্টরী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/ অনুমোদন/ সার্টিফিকেট হালনাগাদ করা আছে কি-না তা নিশ্চিত করা।
- বাৎসরিক পানি ও বিদ্যুত ব্যবহার হ্রাসকল্পে পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা।
- বাংলাদেশ সরকারের আইন এবং ফ্যাক্টরির নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পলিসি অনুযায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা।
- বায়ূ দূষন মনিটরিং এবং সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রন রোধে কাজ করা।

- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষন আইন অনুযায়ী বর্জ্য পানি পরিশোধন ও নির্গমন পর্যবেক্ষন করা এবং যে কোন প্রকার অনাকাঙ্খিত সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা।
- কেমিকেল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- কর্ম এলাকায় নিয়মিত ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহন করে উন্নত পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রদত্ত পলিসি বাস্তবায়নে সহায়তা করা।
- অনাকাঙ্খিত ঘটে যাওয়া দূর্ঘটনার কারন তদন্ত করতে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা এবং দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা।

বায়ু দূষন ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির দায়িত্ব

- বায়ু নির্গমনের মাত্রা নিয়মিত মনিটরিং করা এবং মনিটরিং ফলাফল নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় আছে কি না তা পর্যবেক্ষন করা।
- বায়ু নির্গমন মাত্রা নিয়ন্ত্রিত মাত্রার বাইরে গেলে, তা নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।।
- বাৎসরিক গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের পরিমান করা ।
- গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসে স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহন এবং তা বাস্তবায়ন করা।
- অন্যান্য গ্যাস যেমন: SO_X, NO_X,COনিয়ন্ত্রিত মাত্রায় নির্গমন করা।
- ফ্যাক্টরির প্রতিটি ফ্লোরে আদ্রতা, তাপমাত্রা কর্ম পরিবেশ উপযোগী কিনা তা অনুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরীক্ষা করা।
- ঝুকিপূর্ন পরিবেশে PPE ব্যবহার নিশ্চিত করা।

লাইসেন্স ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির দায়িত্ব

- ওয়েসিস ফ্যাশন লিমিটেড এর সকল প্রকার লাইসেন্স নবায়ন করা।
- লাইসেন্স মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পুর্বেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্টানে আবেদন করা।
- আবেদন করার পর নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে নবায়নকৃত লাইসেন্স মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়ার পূর্বেই সংগ্রহ করা।
- প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারন, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের কারনে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা অনুমতি গ্রহন।
- একজন পরিবেশ ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য হিসেবে পরিবর্তিত, সংশোধিত পরিবেশ আইন সম্পর্কে পরিস্কার ধারনা রাখা।
- কোন লাইসেন্স নবায়নে বিলম্ব হলে কারন অনুসন্ধান পরবর্তী পরিবেশ ব্যবস্থাপনা দলকে অবহিত করা এবং দ্রুত সমস্যা সমাধান করা।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির দায়িত্ব ঃ

- একটি কার্যকরী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে, যেখানে আপনি কমিটির প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবেন।
- কমিটিরি সকল সদস্যের মাসিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যরাই ঝুকিপূর্ন, অ-ঝুকিপুর্ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কি-না তা নিশ্চিত করা।
- ঝুকিপূর্ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় PPE ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।
- ঝুকিপূর্ন, অ-ঝুকিপুর্ন বর্জ্য পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা।
- ঝুকিপূর্ন, অ-ঝুকিপুর্ন বর্জ্যর মাসিক তালিকা তৈরি ও সংরক্ষন করা।
- বিক্রয়কৃত বর্জ্যের পরিমানের তথ্য ও চালান কপি সংরক্ষন করা।
- ঝুকিপূর্ন বর্জ্য সংরক্ষরনের জায়গাতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিকি চিহ্ন সহ SOP আছে কি-না তা নিশ্চিত করা।
- কর্ম এলাকায় নিয়মিত ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ করে ব্যবস্থা গ্রহনে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা।
- দুর্ঘটনার প্রতিরোধ ও মোকবিলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে সহায়তা করা।
- প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রদত্ত পলিসি বাস্তবায়নে সহায়তা করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম ভংগকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা।
- অনাকাঙ্খিত ঘটে যাওয়া দূর্ঘটনার কারন তদন্ত করতে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা এবং দূর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা।

বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির জন্য দায়িত্বঃ

- জেনারেটর, সোলার এ উৎপন্ন এবং ক্রয়কৃত বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমান হিসাব পর্যবেক্ষন করা।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা।
- স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বাৎসরিক বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাস করা।
- গ্যাস, ডিজেলের ব্যবহার হ্রাস করে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা এবং গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা।
- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদীর কর্মদক্ষতা সমুন্নত রাখতে নিয়মিত মেইনটেনেন্স করা।
- কর্ম এলাকায় নিয়মিত ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ করে ব্যবস্থা গ্রহনে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা।
- দুর্ঘটনার প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে সহায়তা করা।
- প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রদত্ত কেমিকেল ব্যবস্থাপনা পলিসি বাস্তবায়নে সহায়তা করা।
- অনাকাঙ্খিত ঘটে যাওয়া দূর্ঘটনার কারন তদন্ত করতে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা এবং দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা।

ই.টি.পি, পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির দায়িত্ব ঃ

- ই.টি.পি থেকে নির্গত পানির মান পরিশোধন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে ECR’97 অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় রাখা এবং নির্গমন করা।
- দূষিত পানির পরিশোধন প্রক্রিয়া শেষে পানির মানমাত্রা ZDHC গাইড লাইন এর নির্ধারিত মাত্রায় রাখা।
- পরিশোধন প্রক্রিয়া শেষে পানির কোন মান নির্ধারিত মাত্রায় বাইরে গেলে, কারন অনুসন্ধান করা এবং দ্রত সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহন করা।
- স্লাজ ব্যবস্থাপনা নিয়ামানুযায়ী স্লাজ সংরক্ষন, পরিবহন ও অপসারন নিশ্চিত করা।
- ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন, বৃষ্টির পানির সংরক্ষনের পরিমানের হিসাব রাখা। এবং ব্যবহৃত পানির পরিমানের সঠিক হিসাব রাখা।

- পানির উত্তোলন ও ব্যবহারের পরিমানের সামজ্জস্য করা।
- বাৎসরিক পানি ব্যবহার হ্রাসে পরিকল্পনা করা এবং পানির ব্যবহার হ্রাস কল্পে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।
- ই.টি.পি তে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের স্থানসমূহে নিরাপত্তা তথ্য উপাত্ত নিশ্চিত করা।
- কর্ম এলাকায় নিয়মিত ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ করে ব্যবস্থা গ্রহনে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা।
- দুর্ঘটনার প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে সহায়তা করা।
- প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রদত্ত পলিসি বাস্তবায়নে সহায়তা করা।
- অনাকাঙ্খিত ঘটে যাওয়া দূর্ঘটনার কারন তদন্ত করতে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা এবং দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা।

রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির জন্য দায়িত্ব ঃ

- কেমিকেল ফ্যাক্টরিতে পৌছানোর পূর্বেই এম.এস.ডি.এস এবং জি.এইচ.এস লেবেল সংগ্রহ করা।
- কমপাটিবিলিটি তালিকা অনুসরন করে কেমিকেল গুদামজাত করা।
- স্টোরে বাংলায় এম.এস.ডি.এস. এবং জি.এইচ্ .এস লেবেল কেমিকেল সংরক্ষনের প্রতিটি স্থানে নিশ্চিত করা।
- কেমিকেল সাপ্লায়ার হইতে কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা।
- মাসিক কেমিকেল ব্যবহারের পরিমান লিপিবদ্ধ করা।
- নিয়মিত কেমিকেল ইনভেন্টরি হালনাগাদ করা।
- প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রদত্ত কেমিকেল ম্যানেজমেন্ট পলিসি প্রণয়ন, বাস্তবায়নে সহায়তা করা।
- অনাকাঙ্খিত ঘটে যাওয়া দূর্ঘটনার কারন তদন্ত করতে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা এবং দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা।

নিম্নোক্ত নীতিমালা সমূহ পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা হিসাবে বিবেচ্য হবে এবং গাজীপুরএ অবস্থিত “ওয়েসিস ফ্যাশন লিমিটেড” এর জন্য প্রযোজ্য হবে।

নীতিমালা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

বায়ু দূষণ রোধ সংক্রান্ত নীতিমালা (Protection of Air Pollution Policy) ঃ

(ক) “ ওয়েসিস ফ্যাশন লিমিটেড” কারখানার চারপাশে সম্ভাব্য সকল স্থানে উপযুক্ত প্রজাতির ও সংখ্যার বৃক্ষরোপন পূর্বক সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে হবে।

(খ) কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্মত গ্রহনযোগ্য মাত্রার পর্যাপ্ত বায়ু সঞ্চালন নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) কারখানার সৃষ্ট দূষিত ধোঁয়া দ্বারা পারিপার্শ্বিক বায়ু দূষন করা যাবে না।

(ঘ) একান্তই দূষিত ধোঁয়া নিঃরসনের প্রয়োজন হলে তা নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রাখতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যে, উহা যেন কারখানার শ্রমিক ও স্থানীয় জনসাধারনের স্বাস্থ্য হানির কারন না হয়।

(ঙ) গার্মেন্টস ও ওয়াস প্লান্টের বর্জ্য ধোঁয়া স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কর্মরত শ্রমিকদের নিকট থেকে যথাসম্ভব নিরাপদ দুরত্বে নির্গমন করতে হবে।

(চ) কারখানার বর্জ্য কেমিক্যাল হতে নিঃসরিত গ্যাস মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর বিধায় তা নিয়মিতভাবে অপসারন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ছ) লোকালয় বা জন সমাগমের স্থানে কোন কেমিক্যাল বা পচনশীল বর্জ্য ফেলা যাবে কনা।

(জ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মত বাতাস প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কারখানার ভিতরে বা কোন বদ্ধ স্থানে পর্যাপ্ত এক্সজাষ্ট ফ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঝ) দুর্ঘটনা জনিত কারনে কখনো বায়ু দূষণ ঘটলে তা কারখানা ও স্থানীয় লোকজনকে দ্রুত অবগত করনের মাধ্যমে জরূরী ভিত্তিতে দূর্ঘটনার স্থান থেকে সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঞ) গার্মেন্টস কারখানার সুইং সেকশনে উড়ন্ত তন্তজ কণা ব্যাপকভাবে বায়ু দূষণ ঘটায়, বিধায় কার্যরত সকলকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে।

(ট) মেনেজমেন্ট রিভিউ মিটিং এর মাধ্যমে নীতিসমূহ রিভিউ করা হয় কিনা ? হলে তা উল্লেখ করতে হবে।

(ঠ) বায়ু দুষণ ও এর প্রতিরোধ সম্পর্কে সকল স্তরের কর্মচারীদের অবহিত করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল সেকশন ইনচার্জগন এ ব্যাপারে মূখ্য ভূমিকা পালন করবেন এবং নিয়মিত প্রচার ও প্রেষনার ব্যবস্থা করবেন।

(ড) পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে কোন কারনে বায়ু দূষণ সম্পর্কে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমেতার সমাধান করতে হবে।

পানি দূষণ রোধ সংক্রান্ত নীতিমালা ((Protection of Water Pollution)ঃ

ক) PH পরীক্ষার মাধ্যমে বিশুদ্ধতা যাচাই করতে হবে এবং তার ফলাফল রেজিষ্টার সংরক্ষন করতে হবে। এছাড়া রেজিষ্টারের সকল উপাত্ত পরিবেশ অধিদপ্তর চাহিবামাত্র উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

খ) সকল কারখানার পার্শ্বে বর্জ্য পানি পরিশোধের জন্য পানি পরিশোধনাগার থাকবে।

গ) যথাযথা পরিশোধন ব্যতীত কোন প্রকার পানি/তরল/বর্জ্য পদার্থ নদীতে ফেলা হয় না।

ঘ) উল্লেখ্য যে,ওয়াশিং প্লান্টের বর্জ্য পানি প্রধানত পানি দূষনের জন্য দায়ী তাই উক্ত প্লান্ট কারখানার নির্বাহী প্রধানগন নিশ্চিত করবেন যে, তাদের নিজ নিজ প্লান্ট এর বর্জ্য পানি যথাযথ ভাবে পানি পরিশোধনাগারে প্রেরন করা হয়।

ঙ) কারখানা এলাকায় কর্মরত ও বসবাসরত কর্মকর্তা বা কর্মচারীদেরকে সার্বক্ষনিকভাবে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা সুপেয় পানির পরিশোধনাগার হতে সরবরাহ করা হয়।

শব্দ দূষণ রোধ সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ (Protection of Sound Pollution Policy) ঃ

ক। কারখানার যে সকল মেশিন উচ্চ শব্দ সৃষ্টি করে সেগুলো এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে যে সেস্থানে কর্মরত বা আশেপাশের লোকদের ক্ষতিগ্রস্থ না করতে পারে।

খ। উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী সকল মেশিন যথাযথ যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করে শব্দের মাত্রা নির্ধারন করতে হবে এবং মেশিনের পার্শ্বে দৃষ্টিযোগ্য স্থানে লিখে রাখতে হবে।

গ। যে সকল মেশিন চালনার সময় দেহের গ্রহনযোগ্য মাত্রার (৮০ ডিবি) চেয়ে বেশী শব্দ সৃষ্টি করে সে সকল মেশিনের অপারেটরদের উক্ত শব্দ মাত্রা প্রতিরোধকারী হেড সেট ব্যবহার করতে হবে।

ঘ। গার্মেন্টস কারখানা গুলোতে কাজের সময় কর্মীরা অযথা গল্প, কথাবার্তা বা চেঁচামেচি করবে না। এতে উক্ত ফ্লোরে শব্দ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ব্যাপারে পি এম ও সেকশন ইনচার্জ প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রাখবেন ।

ঝুট ও অন্যান্য পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্যের অপসারন সংক্রান্ত নীতিমালা

ক. কারখানার ছেড়া/ অবশিষ্ট বর্জ্য ইয়ার্ন বা ঝুট, পলিব্যাগ, কার্টুন ও অন্যান্য আবর্জনা বর্জ্য ফেলার নিদিষ্ট স্থানে জমা করে ঝুট বয়লারে বার্ণ করা হয়।

খ. যে কোন ধরনের বর্জ্য পচনশীল বা অপচনশীল বর্জ্য খোলা ভাবে রাখা যাবে না।

গ. অযোগ্য আবর্জনা / বর্জ্য পদার্থ বর্জবাহী গাড়ীতে করে বর্জ্য ডাম্প করার স্থানে ফেলে আসার ব্যবস্থা করিতে হইবে অথবা চুক্তিদ্ধ কোম্পানীর কাছে দিয়ে দিতে হবে।

ঘ. কারখানার সংস্কারের কাজে ব্যবহৃত নির্মান সামগ্রীর উচ্ছিষ্ট আবর্জনা নিমার্নকারী কোম্পানী সংস্থার দায়িত্বে অপসারণ করিতে হইবে।

পরিবেশগত ছাড়পত্র ঃ (Environment Certificate) ঃ

ক। প্রতিটি কারখানা চালুর পূর্বেই যথাযথ আবেদন পূর্বক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

খ। পবিশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র জারীর তারিখ হতে ০১ (এক) বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকবে এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। নবায়নের জন্য পেশকৃত আবেদন পত্রের সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্য্যালয় কর্তৃক পদত্ত লাইসেন্স জমা দিতে হবে।

অপচয় রোধ নীতিমালা: (Wastage Reduction Policy) ঃ

কারখানায় এবং অফিসে ব্যবহার্য যে কোন কাঁচামাল, অন্যান্য বস্ত বা শক্তির অপচয় রোধের জন্য নিম্নে বর্নিত নীতিমালা মেনে চলবে-

ক) পানি : (Water) ঃ

০১. বিশুদ্ধ পানি শুধু মাত্র পান করার জন্য এবং পানি যেখানে সেখানে ফেলবে না। হাত মুখ ধোয়ার জন্য ওয়াশ রুমের বেসিন ট্যাপের পানি ব্যবহার করবে। গ্লাস ধোয়ার জন্য অতিরিক্ত পানি নষ্ট করবে না। পানির ট্যাপ অবশ্যই ওয়াস শেষে বন্ধ করবে।

০২. বাথরুমের পানির কলগুলি ব্যবহারের পর অবশ্যই বন্ধ করে দিবে এবং কোথাও পানির পাইপে লিক দেখলে এ্যাডমিনকে জানাবে।

০৩. হাত ধোয়ার বেসিন এবং ডাইনিং হলে ব্যবহারের পর পানির ট্যাপ অবশ্যই বন্ধ করে দিবে।

০৪. পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নত ও উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন মেশিন ও প্রসেস ব্যবহার করা হয়।

০৫. ইটিপির পানি রি - সাইকেল করে পুনরায় ওয়াসে ব্যবহার করা হয় এবং আগামী ২০২২ সালের মধ্যে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে ওয়াসে ব্যবহার করা হবে।

০৬. পানি যেন অপচয় না হয় তার জন্য সবখানে মিটারিং সিস্টেম করা হয়েছে। এবং ওয়াসে পানি অপচয় রোধে স্কেলিং সিস্টেম করা হয়েছে।

খ) বিদ্যুৎ : (Electricity) ঃ

০১. যেখানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বিদ্যুৎই ব্যবহার করবে । অপ্রয়োজনে বাতি, ফ্যান বা এসি চালু রাখবে না।

০২. মেশিনের সুইচ অন রেখে মেশিন থেকে উঠবে না, মেশিন ছাড়ার সময় অবশ্যাই সুইচ অফ রাখবে ।

০৩. ছুটির পরে বা লাঞ্চ ব্রেকের সময় অবশ্যই লাইট এবং ফ্যান বন্ধ করে দিবে যাতে অযথা বিদ্যুৎ খরচ না হয়।

০৪. সাধারন বৈদ্যুতিক বাল্বের বদলে সম্ভব হলে এনার্জি সেভার বাল্ব ব্যবহার করতে হবে ।

০৫. শক্তির অপচয় রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও নিয়মিত সচেতনতা মূলক সেশন করা হয়।

গ) সুতা (Thread) ঃ

০১. সূতার কাউন্ট ঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে ।

০২. সূতার শেড ঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে ।

০৩. সূতার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্পূর্ন সুতা ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

ঘ) এক্সেসরিজ (Accessories) ঃ

০১. এক্সেসরিজ ব্যবহারের পূর্বেই এর সঠিক রং, সাইজ ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে ব্যবহার করতে হবে যাতে ভুল না হয় এবং এক্সেসরিজ বেশী না লাগে বা বদলাতে না হয় ।

০২. অতিরিক্ত এক্সেসরিজ যেখানে সেখানে ফেলে না রাখা, সেগুলি ইনভেন্টরীর মাধ্যমে পূনরায় ব্যবহারের জন্য ষ্টোরে রাখা।

ঙ) বস্তর পূণঃ ব্যবহার (Re-used of Material)ঃ

০১. সূতা, গামটেপ, পলিথিন ইত্যাদি ব্যবহারের পর পুনরায় ব্যবহারের সুযোগ থাকে, তাই এগুলো পূণঃ ব্যবহার করার ব্যবস্থা করতে হবে ।

০২. সম্ভব ক্ষেত্রে কাগজের উভয় পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে ।

উপসংহার-

ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ পরিবেশের প্রতি যত্ন এবং মর্যাদা প্রদর্শন পুরোপুরি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং আমাদের ব্যবসা ও পরিবেশগত লক্ষ্য এবং বাধ্যবাধকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা সমানভাবে আমাদের কোম্পানীর প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট নীতিগুলো মেনে চলতে বদ্ধপরিকর।

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষরঃ	যাচাইকারীর স্বাক্ষরঃ	অনুমোদনকারীর স্বাক্ষরঃ
ব্যবস্হাপক (মানব সম্পদ)	মহা ব্যবস্থাপক	ব্যবস্হাপনা পরিচালক